মুক্তিকামী মানুষের নেতা আরাফতের চরিত্র হননের চেষ্টা।

১। জাইওনিষ্ট (Zionist)দের চির শত্রু এবং প্যালেষ্টাইন প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতা আরাফতের চরিত্র হননের লক্ষ্যে যথাযথ প্রমান ছাড়া ইস্রাইলের মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স চীফ অগাষ্ট ২০০২ সালে অভিযোগ করলেন আরাফতের সম্পত্তির পরিমান ১.৩ বিলিয়ন ডলার। ছয় মাস পর ইস্রাইলের বন্ধু মার্কিন ব্যবসায়িক ম্যাগ্যাজিন Forbes এও কোন রকম প্রমান ছাড়া উল্লেখ করলো আরাফতের ব্যক্তিগত সম্পত্তির পরিমান ৩০০ মিলিয়ন ডলার। প্রমান ছাড়াই আর এক মার্কিন তথ্য মিডিয়াও দাবী করলো প্যালেষ্টাইন ফান্ড থেকে আরাফতের খৃষ্টান স্ত্রী সুয়া প্রতি মাসে ১০০ হাজার ডলার পাচ্ছেন। একই সময় লন্ডন ও প্যারিসের পত্রিকাগুলি আরাফতের সাদামাঠা ও মিতব্যয়ী জীবনযাপন এবং প্যারিসের শহরতলিতে কষ্টের মধ্যে বসবাসরত স্ত্রী সুয়ার জীবনযাপনের কথা প্রকাশ পেতে থাকে। লন্ডন ভিত্তিক পত্রিকা "আল-হায়াত"কে দেয়া এক সাক্ষাতকারে আরাফতের স্ত্রী সুয়া অর্থ প্রাপ্তির মিথ্যা গুজব রটানোর জন্য ইস্রাইলের প্রধান মন্ত্রীকে অভিযুক্ত করেন। আরাফতের বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আই.এম.এফ ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তাদের দেয় অর্থ সঠিক ভাবে ব্যয় হয়েছে কিনা তা জানার জন্য বিগত ২০০৩ সালে পৃথক ভাবে প্যালেষ্টাইন ফান্ডের অডিট পরিচালনা করে। উক্ত সংস্থাদ্বয়ের অডিট টিম প্যালেষ্টাইন ফান্ড পরিচালনায় কোন রকম অনৈতিক কার্যকলাপের সন্ধান খুঁজে পায়নি। অডিট টিমদ্বয়ের ভাষ্য অনুযায়ী প্যালেষ্টাইনের ফান্ড আরাফত ও তার অর্থ মন্ত্রীর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হয়।

২। সত্য ও মিথ্যা বিপরীত ধর্মী শব্দ। সত্য ও মিথ্যার অবস্থান একই বিন্দুতে, তবে বিপরীত মূখী। সত্য-মিথ্যার দূরাত্ব জিরো ডিগ্রী। মার্কিন কর্পোরেট তথ্য মিডিয়া ও ইস্রাইলের ভাষ্যকে জনাব কুদ্দুস খান বেদ বাক্য বলে মনে করেন। এদের সব কথাই খান সাহেবের কাছে সত্য বলে প্রতিয়মান হয়। ইস্রাইল ও মার্কিন কর্পোরেট তথ্য মিডিয়া সকল ঘটনাকে বিপরীত দিকে ৩৬০ ডিগ্রী ঘুরিয়ে উপস্থাপন করেন বিধায় সত্য মুছে মিথ্যা ভাষণ উপস্থাপিত হয়। খান সাহেব তার দেমাকের বাক্স সব সময় বন্ধ রাখেন বিধায় সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করতে ব্যর্থ হন। আরাফতকে খান সাহেব ডিক্টেটর মনে করেন। আরাফত অস্তিত্ববিহীন প্যালেষ্টাইন নামের সেকুলার রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট, যে রাষ্ট্রকে ইহুদী ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্র ইস্রাইল অস্বীকার করে চলছে এবং ধ্বংস করার সকল চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সম্ভাব্য প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্রের অধিবাসিদের কাছ থেকে আদায়কৃত ট্যাক্সের অর্থ ইহুদী মালিকানাধীন কোকো কলা কোম্পানীর রামাল্লাস্থ বটলিং প্লান্টে, তিউনেসিয়ার সেলুলার ফোন কোম্পনী এবং মার্কিনস্থ Venture capital funds এ প্রায় ১.০ বিলিয়ন ডলার ইস্রাইল বিনিয়োগ করে। আরাফতের নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলে বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভাংশ বর্ণিত অ্যাকাউন্টে জমা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কোম্পানী সমূহকে ইস্রাইল নির্দেশ করে এবং ইস্রাইল কর্তৃক আরাফতের চরিত্র হননের জন্য খোলা আলোচ্য অ্যাকাউন্টের কথা প্রচার করতে থাকে।

৩। জনাব মুহাম্মদ আজগর একজন চালাক, চতুর ও বুদ্ধিমান মানুষ। তিনি তো তার দেমাকের বাক্স বন্ধ রাখেন না। তিনি কি করে প্যালেষ্টাইনের শত্রু ইস্রাইল ও মার্কিন কর্পোরেট পুজি ও তাদের তথ্য মিডিয়ার প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত হলেন? আরাফতের রোগ সম্পর্কে মন্তব্য করার পূর্বে ফ্রেন্স সামরিক হাসপাতালের পঠিত বুলেটিনগুলি মনোযোগ সহকারে তার শুনা উচিত ছিল। ইস্রাইলের অমানবিক আচরণে সত্তুর বছর বয়েসের উর্ধে একজন মানুষের যে পরিমান মুক্ত বাতাস ও হাটা চলার প্রয়োজন ছিল, তা থেকে তিনি বঞ্চিত হয়েছেন।

ইস্রাইল গত তিন বছর তাকে রমাল্লার বন্ধ রুম থেকে বেড় হোতে দেয়নি। একই বন্ধ রুমে রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় সম্পর্কীয় বিষয় বিভিন্ন দেশ এবং প্যালেষ্টাইনের বিভিন্ন নেতা ও গ্রুপের সাথে প্রতিদিন ঘন্টার পর ঘন্টা মিটিং করেছেন। আগন্তকেরা কম বেশি সকলেই ধুমপায়ী ছিলেন এবং মিটিং চলাকালে বন্ধ রুমে ধুমপান করতেন। উপর্য্যপরি অর্থাভাবে পুষ্ঠিকর খাদ্য থেকেও আরাফত বঞ্চিত হয়েছেন। ফলে আরফতের স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটে।

৪। সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর কোন জনপ্রিয় নেতাকে সহ্য করতে পারে না। যেমন সহ্য করতে পারেনি আর্জেন্টেনিয়ার আলেন্দে, ইন্দোনেশিয়ার সুকর্নো, কঙ্গোর নক্রুমা এবং বাংলাদেশের শেখ মুজিবকে। এই সকল জননেতার চরিত্র হননের জন্য সাম্রাজ্যবাদ প্রোপাগান্ডার আশ্রয় নিয়েছিল। বিশ্ব বিবেক ও শান্তির প্রতিক দক্ষিণ আফ্রিকার মেন্ডেলাকে সন্ত্রাসী হিসাবে ২৫ বছর জেল খাটতে হয়েছে বর্ণবাদী সাম্রজ্যবাদের খেয়াল খুশিতে। জননেতাদের একমাত্র অপরাধ সংশ্লিষ্ট দেশের জাতিয় পুজির স্বার্থে ও নিজ দেশের মানুষকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তারা সংগ্রাম করেন। কয়েকজন বঙ্গ সন্তান ধর্ম ও মৌলবাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপনে ব্যর্থ। পুজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে পার্থক্য তাদের বোধগম্য নয়, তাই সাম্রাজ্যবাদের প্রোপাগান্ডায় বিভ্রান্ত হয়ে সেকুলার ও পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের প্রতিনিধি আরাফত, যিনি জীবনের সকল প্রকার ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করে বিগত ৫০ বছর যাবত প্যালেষ্টাইনীদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম করছেন, তার চরিত্র হননের জন্য সাম্রাজ্যবাদীদের সাথে কোরাস গেয়ে নিজের দালালির চরিত্র প্রকাশ করে ফেললেন।

৫। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে "স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে কথা বল"। এই কথার প্রতিধ্বনি হয় দর্শন শাস্ত্রে। স্থান, কাল ও ঘটিতব্য ঘটনার যথাযথ শর্ত যথাযথ ভাবে পুরণ না হলে ঘটনার যথাযথ ফলাফল পাওয়া সম্ভব হয় না। ধর্ম মানুষের চৈতন্যের ভিতরের বিষয়, যা ব্যাশিং বা সমালোচনা করে সংশোধণ করা যায় না। ধর্মের রাজনৈতিক প্রয়োগ বন্ধ, ধর্ম নিরপেক্ষ অবস্থা সৃষ্টি এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে সংগ্রামের মাধ্যমে ধর্ম সংশোধণ করা সম্ভব, যা ধর্ম সংশোধণের একমাত্র পন্থা। বিষয়টি রাজনৈতিক। সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট। সমাজের স্থিতি অবস্থা বজায় রেখে যারা ধর্ম সংশোধণ করতে চান, তারা ঘোড়ার আগে গাড়ী জুড়ে দিতে চান, অর্থ্যাৎ বোকার স্বর্গে বাস করেণ। সাম্রাজ্যবাদ ও মৌলবাদ পরষ্পর সম্পুরক, ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির সূতিকাগার। তাই সংগ্রাম করতে হবে সাম্রজ্যবাদ ও মৌলবাদের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে নয়। আলোচ্য এই অক্ষ শক্তি নিজ স্বার্থে ইসলামের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেছে। এমতাবস্থায় যথাযথ কাল ও শর্ত অনুপস্থিত থাকা সত্বেও যারা ইসলামের সমালোচনা করেণ তারা মুসলমানসহ সংগ্রামী মানুষের কাছে বর্ণিত অক্ষশক্তির দালাল হিসাবে বিবেচিত হন।

৬। ডঃ জাফর উল্লাহর সাথে একমত হয়ে বলতে হচ্ছে ইসলাম ব্যাশিং বন্ধ হওয়া উচিত। কারণ ইসালম ব্যাশিং করে মনের ঝাল মিটানো যায়, মানুষের মনে ঘৃণা ও হিংসা সৃষ্টি করা যায় এবং মোল্লাতন্ত্র বিষয় নিজ পান্ডিত্য দেখানো যায়। কিন্তু সমাজের বিবেক পরিবর্তন করা যায় না, ফলে মানুষ উপকৃত হয় না। বিগত ১৮ই নভেম্বারে বিবিসি সংবাদ বুলিটিনে বলা হয়েছে মার্কিন ভার্সণ গণতন্ত্র বাস্তবায়িত আফগানিস্থানে পপি চাষ ৬৬% বৃদ্ধি পেয়েছে। অর্থ্যাৎ আফগানিস্তানে মৌলবাদ খতম না হলেও পপি চাষ বৃদ্ধি করা গেছে। যারা মৌলবাদ খতম না হওয়ার এবং পপি চাষ বৃদ্ধির কারণ জানার চেষ্টা করেন না, তারা মৌলবাদীদের মত

বাস্তবতা বিমুখ, সমাজের দ্বন্দ্ব বুঝেন না। তাই ইস্রাইল ও প্যালেষ্টাইন সমস্যা বুঝতে আমাদের অনেক বন্ধু ব্যর্থ হচ্ছেন।

৭।	উনবিংশ শতাব্দিতে ইউরোপে ইহুদী নির্যাতন আরম্ভের প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন জাতির ইহুদী ধর্ম বিশ্বাসীদেরকে ইহুদী জাতি হিসাবে আখ্যায়িত করে প্যালেষ্টাইনে নিজেদের আবাসভূমি নির্মানের জন্য সৃষ্ট সশস্ত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের নাম জাইওনিজম (Zionism)। ভারতের হিন্দু ও মুসলিম জাতি বিভাজনের আদলে মধ্য প্রাচ্যে দ্বিজাতি তত্ত্ব (ইহুদী ও মুসলমান জাতি) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাইওনিষ্ট সন্ত্রসীদের মাধ্যমে বৃটিশ সরকার প্যালেষ্টাইন জাতিকে আরব হিসাবে চিহ্নিত করতঃ নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ এবং দেশ থেকে বিতারিত করে বিভিন্ন জাতির অভিবাসী ইহুদী ধর্ম বিশ্বাসীদেরকে উক্ত জমি প্রদান করে ধর্ম ভিত্তিক ইস্রাইল রাষ্ট্র সৃষ্টি করে। বিপরীতে ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান নিয়ে প্যালেষ্টাইন জাতি। ইয়াসির আরাফত ইফাদা এবং পি.এল.ও নামের সংগঠন দাড় করে ধর্ম ভিত্তিক রাষ্ট্র ইস্রাইলের পাশে ধর্ম নিরপেক্ষ প্যালেষ্টাইন রাষ্ট্র সৃষ্টির জন্য বিগত ১৯৪৮ সাল থেকে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন।

৮।	ইহুদী, খৃষ্টান ও ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসী প্যালেষ্টাইনবাসীর সমন্বয় পি.এল.ও সংগঠন গঠিত, যা একটি সেকুলার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। প্যালেষ্টাইনের ধর্ম নিরপেক্ষ ও স্বাধীনচেতা জাতিয়তাবাদী রাজনীতি মার্কিন ও ইস্রাইল সরকারের পছন্দ নয়। ঐ সকল সরকারের পছন্দ ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি এবং কারজাই বা মোবারক টাইব প্যালেষ্টাইনি সরকার, যারা জাইওনিষ্টদের নির্ধারিত পথে চলবে। পি.এল.ও নেতা আরাফত জাইওনিষ্টদের হাতের পুতুল হোতে চান নাই বিধায় শান্তি আলোচনা বার বার ভেঙ্গে গেছে। বর্তমান পি.এল.ও নেতা মাহমুদ অব্বাস যদি জাইওনিষ্টদের কারজাই হোতে চান, তবে প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি পাবে এবং সমস্যাটিকে আরো জটিল করার জন্য জাইওনিষ্ট শক্তির হাতে রাজনৈতিক অস্ত্র তুলে দেয়া হবে। সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে ইস্রাইলী এক প্রধান মন্ত্রী জাইওনিষ্টদের হাতে নিহত হয়েছেন। জাইওনিষ্ট নীতি মুক্ত ইস্রাইল সরকারই প্যালেষ্টাইন-ইস্রাইল সমস্যার সমাধান করতে পারে। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের জামাতি, ভারতের হিন্দুতভা এবং জাইওনিষ্ট নীতি সমগোত্রীয় যথাক্রমে ইসলাম, হিন্দু ও ইহুদী ধর্মের রাজনৈতিক প্রয়োগ।

সেতারা হাশেম	১১/১৯/০৪